R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ব্লকমেকার্স, প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট *

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
২৬শে মার্চ, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

টিউবেকটমি রোগিনীকে ডাক্তারের ধাক্কা। ডাক্তারী গাফিলতিতে ভ্যাসাকটমি ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ মারচ—দুর্নীতিগ্রস্ত জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের বাতাস আর একবার ভারী হয়ে উঠেছে সাব ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ ধনঞ্জয় সাহার আচরণে। জনৈক পত্রদাতার খবরে প্রকাশ, গনকরের বেলকেশ বিবি এ মাসের চার তারিখে এই হাসপাতালে ভর্তি হন বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচারের জন্য। ৭ দিনের শিশুকে দেখাশোনার জন্য তিনি ননদকে সঙ্গে রাখেন। অস্ত্রোপচার সুষ্ঠুভাবে হয়। কিন্তু সেলাই কাটার আগেই ডাঃ সাহা যখন জানতে পারেন যে, ৭ দিনের শিশুটি হাসপাতালে আছে তখন তিনি যে আচরণ করেন তা খোদ ফরিয়াদীর মুখ থেকেই শুনুন--'এস ডি-এম-ও আমার শিশুটিকে ড্রেনে ফেলে দিন বলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সীট থেকে নামিয়ে ঘর থেকে বের করে দেন। ফলে আমি পড়ে যাই এবং ডান হাতে আঘাত পাই।' বেলকেশ বিবি ডাঃ সাহার অমানুষিক আচরণের প্রতিকার প্রার্থনা করছেন।

এ তো গেল জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের কথা। এবার দেখা যাক মহকুমার আর একটি হাসপাতাল—সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কি ঘটছে। সেখানকার পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মণ্ডলের ত্রুটি-পূর্ণ নির্বীর্যকরণ অস্ত্রোপচারের ফল অত্যন্ত মারাত্মকভাবে দাম্পত্য জীবনে আঘাত হেনেছে। ঠিকমত 'ভাস' না কাটায় অস্ত্রোপচার নাকি নির্ভুল হয়নি। ফলে স্বামীর অস্ত্রোপচারের পরও স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। স্বামী সন্দেহ করেছেন স্ত্রীকে, দাম্পত্য কলহ বেড়েছে। দু'এক জন স্ত্রী তো স্বামীর সন্দেহ-রোষে পড়ে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছেন। সেই অস্ত্রোপচারে ব্যর্থতার শিকার একরখি গ্রামের সুশীলকুমার সাহা এক চিঠিতে এই অভিযোগ করেছেন।

চুরি-ডাকাতি রোধ অসম্ভব ঃ পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ মারচ—'আপনারা যেমন খবর পেলে ছাপেন, আমরাও তেমনি চুরি-ডাকাতির খবর পেলে তদন্তে যাই। এর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারি না।' —তবে কি চুরি ডাকাতির মোকাবেলা সম্ভব নয়? —'কোন উপায় নাই, চুরি-ডাকাতি রোধ অসম্ভব।' —চোর-ডাকাত ধরতেও কি পারেন না? —শুধু চোর-ডাকাত কেন, অসুবিধা সৃষ্টি করলে আপনাকেও আটকে দিতে পারি। অবশ্য আমরা যাদের ধরি, তাদের বেশীর ভাগই সন্দেহ-ভাজন। আর খবর ছাপবার সময় আপনারা 'সন্দেহ' শব্দটা বাদ দিয়ে দেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গোয়ালা-পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ, গুলি, আহত—১, গ্রেপ্তার—৪

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ মারচ—গতকাল এই থানার আহিরণে মাঠের ফসল তছরূপ রুখতে গিয়ে গোয়ালা-পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ বাধলে পুলিশকে দু'রাউণ্ড গুলি চালাতে হয়। ফলে একজন আহত হয়।

পুলিশী সূত্রের খবরে প্রকাশ, প্রায় ৫০০ সশস্ত্র গোয়ালা ৩ হাজার গোরু-মোষ দিয়ে গ্রামের আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকার বোরো ধান নষ্ট করতে শুরু করলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। মহকুমা পুলিশ অফিসার রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং এবং এই থানার বড় দারোগা নির্মল দাস ১৫ জন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং গোয়ালাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। পুলিশের তাড়া খেয়ে গোয়ালারা ক্রমশঃ পিছু হঠে গ্রামে হাজির হয় এবং আরও গোয়ালা নিয়ে ঘিরে ফেলে এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ও হেঁসো ছুঁড়তে থাকে। তাদের হেঁসোর ঘায়ে পুলিশের একটি রাইফেল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পর গোয়ালারা ৪ কনেষ্টবল ও ১ হাবিলদারকে অপহরণ ক'রে পালাবার চেষ্টা করলে আত্মরক্ষার তাগিদে পুলিশ ২ রাউণ্ড গুলি চালায়। ফলে ভূষণ ঘোষ নামে এক গোয়ালা আহত হয়। পুলিশ ৩৭৫ গোরুসমেত ৪ গোয়ালাকে গ্রেপ্তার করে। গুলিতে আহত গোয়ালাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত বোরো ধানের দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, সাগরদীঘি থানার ভুরকুণ্ডা ও শীতলপাড়ায় জোড়া ডাকাতি ও বন্দুক অপহরণের অভিযোগে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গতকাল আলের উপর গ্রাম থেকে সীতারাম মণ্ডল ও নিমাই মণ্ডল নামে জোড়া ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে।

সাজিয়ে বরণ ডালা বসে আছে ফরাক্কা

চঞ্চল সরকার ঃ বহু দাপাদাপি, বহু ধাপাধাপি, বহু কাঠ-খড়ি জ্বালিয়ে ফীডার ক্যানালের গতিপথ যখন প্রস্তুত, অপেক্ষা কেবলমাত্র সবুজ সঙ্কেতের, তখন অকৃত্রিম সুহৃদ বাংলাদেশের 'কবুল' কথাটি না পাওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সংশ্লিষ্ট মস্তকের এখন "কা করুঁ সজনী আয়েনা বালম," অবস্থা। আবার দেরী হয়তো নাও হতে পারে। সাজিয়ে বরণ ডালা বসে আছে ফরাক্কা। ৭২ রিভার লেভেলে গঙ্গার জল উজানে আটকিয়ে রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কবে হয়তো হঠাৎ জল চালিয়ে দেবার আদেশ এসে যেতে পারে ফীডার ক্যানাল দিয়ে ভাগীরথীকে ভরপুর করার জন্য। ফল দাঁড়িয়েছে উজানে-ভাটিতে পঁচিশ ফুট জলের উচ্চতার ফারাক। আর ফারাকটা খোদ ফরাক্কাতেই। ভাটিতে জল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই চৈত্র বুধবার, সন ১৩৮১ সাল।

পথের আপদ

আমরা পূর্বে একাধিকবার রাস্তায় রাহাজানি-ছিনতাই সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। উহার ভিত্তিতে বর্তমান বঙ্গাব্দের প্রথমার্দ্ধে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই রাহাজানি-ছিনতাইয়ের ঘটনাস্থল ৩৪নং জাতীয় সড়ক এবং নাজিরপুর গ্রামের মধ্যবর্তী কাঁচাপুল যে রাস্তা বংশবাটি, হিলোড়া, বহুতালি প্রভৃতি অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের সহিত রঘুনাথগঞ্জ শহরের যোগসূত্র রক্ষা করিতেছে। ফলে প্রতিদিন নানা শ্রেণীর লোককে বিভিন্ন কর্ম ব্যপদেশে এই পথে চলাচল করিতে হয়। আমরা চাহিয়াছিলাম, পথের আপদ দূর হউক; লোকের পথচলা নিরুপদ্রব হউক। বড়ই পরিতাপের কথা, দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত। রাহাজানি শুরু হইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পথচারীরা আবার আক্রান্ত হইতেছেন; তাঁহাদের জিনিসপত্র কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। মার্চ মাসেই একাধিক ঘটনা এই রাস্তায় ঘটিয়াছে। ফলে প্রত্যেকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, দুর্বৃত্তদমন ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন হয় বিন্দুমাত্র সচেতন নহেন বা ইহার প্রয়োজন আছে মনে করেন না অথবা ইহাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কোন্‌টি যে ঠিক তাহা জানা যায় নাই। তবে পথভীতি মর্মান্তিক সত্য।

স্থানীয়ভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার থানার উপর ন্যস্ত। ইহার উপরে আছেন মহকুমা শাসক, আরও উপরে জেলাশাসক মহোদয়েরা। ছোট হইতে ক্রমশঃ বড় ইউনিট। দুর্ভাগ্যকুল মানুষ দেখিতেছেন, কোন কাজ হইতেছে না। পুলিশ দপ্তর চেষ্টা করিলেই দুর্বৃত্তদের দমন করিতে পারেন এবং তাহা তাঁহাদের অবশ্য-কর্তব্য। কিন্তু পথের ভয় ক্রমবর্দ্ধনশীল। সম্ভবতঃ ঘটনাপ্রবাহ বড় ইউনিট পর্যন্ত পৌছায় নাই।

এই যখন অবস্থা, শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষকদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে এই সব গ্রামের লোককেই। সামান্য কিছু ব্যয় করিতে সক্ষম এবং প্রভাবশালী এইরূপ কয়েকজন গ্রাম-বাসীকে একটি যৌথ প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। প্রাণের আশঙ্কা উল্লেখপূর্বক টাইপকরা কাতর নিবেদন সংশ্লিষ্ট থানা অফিসার, এস-ডি-পি-ও, মহকুমা শাসক, এস-পি, জেলাশাসক, স্থানীয় এম-এল-এ, এম-পি মহোদয়গণ এবং এখানকার সক্রিয় রাজনৈতিক দল-গুলির নেতৃবৃন্দ—ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট পাঠান প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। ডেপুটেশনও দিতে হইতে পারে। ইহাতেও কাজ না হইলে 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি, কোঽত্র দোষ'?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

তুমি পুলিশ, আমি চোর?

আমি সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত হাতিশালাডাঙ্গা গ্রামের একজন প্রগতিশীল চাষী। উন্নত প্রথায় চাষবাসের জন্য সরকারী ঋণের টাকায় জমিতে একটি শ্যালো টিউবওয়েল বসিয়েছিলাম। সেচের জল পাচ্ছিলাম অফুরন্ত, জমিগুলোও সবুজের সমারোহে হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। বুক বেঁধে-ছিলাম আরও অধিক ফলনের আশায়। কিন্তু সব ভেস্তে গেল। ভরাডুবি হল সেদিন অর্থাৎ গত বছর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে যেদিন জমি থেকে আমার শ্যালো টিউবওয়েলটি চুরি গেল। উদ্ধারের অনেক চেষ্টা করলাম, খবর দিলাম থানায়। জানালাম বি ডি ওকে, এম এল একে। এফ আই আর করলাম। কিন্তু না! কোন ফল হল না। দু'মাস পর দু'জন হোমগার্ড এলো সাগরদীঘি থানা থেকে। তারা এসে উল্টে আমাকে জানালো যে, তারা নাকি তদন্ত করেছে এবং জানতে পেরেছে আমিই নাকি আমার জমি থেকে আমারই শ্যালো চুরি করেছি! উৎকোচের আশায় তারা আমাকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার ভয় পর্যন্ত দেখালো এবং থানায় যেতে আদেশ করলো। আমি ওদের ভয়ে ভীত হয়নি, ঘুষ দিতে অথবা থানা যেতেও রাজী হইনি। বলা বাহুল্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানার ব্যাপারটি ছিল সাজানো, উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা। আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার খোয়া যাওয়া শ্যালো ফিরে পাইনি। পুলিশও সম্ভবতঃ কোন চেষ্টা করেনি। তাই পুলিশের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য—আমার জিনিস যদি আমিই চুরি ক'রে থাকি, তবে বলতো পুলিশ তুমি কেন আছো? —মঃ ইউনুস সেখ, হাতিশালাডাঙ্গা, পোঃ পাটকেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

শিল্পাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ স্মরণে

[কবিগুরুর স্নেহধন্য, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য, আমাদের মহকুমার গৌরব, নিমতিতার কৃতি সন্তান শিল্পাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ৮৩ বছর বয়সে সম্প্রতি এলাহাবাদে পরলোকগমন করেছেন। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই নিবন্ধ উৎসর্গিত হ'ল। —সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ]

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার এক অখ্যাত পল্লী নিমতিতা যে মহান্ শিল্পীর জন্মভূমিরূপে সমগ্র ভারতবর্ষের মানচিত্রে স্বগরিমায় উল্লেখ্য ও স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে—তিনি ভারতীয় চিত্রাঙ্কন এবং ভাস্কর্য জগতের চির অনন্য প্রতিভা—শিল্পাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

জন্ম বাংলা ১২৯৮ সালের ১৫ই শ্রাবণ। এক বছর বয়সেই মাতৃহারা শিশুটি বড়ো হ'তে লাগলো পিতার সযত্ন ও সস্নেহ লালনে। ক্ষিতীন্দ্র-নাথের নিজের কথায়—'আমার পিতা একাধারে পিতা ও মাতা এই দুই স্নেহ দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেন।'

বাল্যকাল থেকেই ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর ভাবুক মনটি বাঁধাধরা জীবনের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে মাঝে মাঝেই উধাও হ'য়ে যেতো সুদূরের আহ্বানে। সমবয়সী ও সহপাঠীদের ইচ্ছে ও চলার হিসাবটি বারবার ভুল হ'য়ে যেতো তাঁর। পিতা কেদারনাথ ছিলেন সাব-রেজিষ্ট্রার। সংগীত ও অভিনয়ের প্রতি ছিলো তাঁর প্রবল আকর্ষণ। নিজের একটি সখের যাত্রাদলও ছিলো। এই যাত্রা-দলে বিভিন্ন ভূমিকায় স্বয়ং ক্ষিতীন্দ্র-নাথও অবতীর্ণ হয়েছিলেন একাধিক-বার। হয়তো বাল্যকালের পারি-বারিক পরিবেশ এবং পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষিতীন্দ্রনাথও ছিলেন বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সুকণ্ঠ—সংগীত ও অঙ্কন দুটো ছিলো তাঁর মনের সুখ, প্রাণের শান্তি!

নিমতিতার স্থানীয় বিদ্যালয়ে (ষষ্ঠ মান পর্যন্ত) পাঠ সমাপ্ত ক'রে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ভর্তি হ'লেন প্রায় ১২ মাইল (তৎকালীন পায়ে হাঁটা পথের দূরত্ব) দূরে বিহারের সাঁওতালপরগণার অন্তর্গত পাকুড় হাই স্কুলে। তখন পাকুড় অপেক্ষা কম দূরত্বে অন্য কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিলো না। তিন চারজন গ্রাম্যবন্ধু ও সহপাঠীর সঙ্গে শুরু হ'লো নোতুন শিক্ষার্থী জীবন। ছাত্রাবাসে থাকতেন; শনিবার ক্লাস শেষ ক'রে হাঁটা পথে বাড়ী ফেরা—আবার সোমবার ভোরে রওনা হ'য়ে যথাসময়ে ইস্কুল হাজিরা দেওয়া। এই ভাবেই চললো—দিন, মাস, বছর। দুটো বছর কাটলো। কিন্তু মন যাঁর সুর ও সৌন্দর্যের সীমাহীন আনন্দলোকের সন্ধানী—গতানুগতিক জীবনে তাঁর আনন্দ ও স্ফূর্তি কোথায়? অংক-ভূগোল-ইংরাজী-ইতিহাসের শুষ্ক-চর্চায় ক্লান্ত ও অতৃপ্ত তাঁর আত্মা যেন বারবার হাহাকার ক'রে ওঠে, বলতে চায়—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য-কোথা অন্য কোনখানে।'

গ্রামের মেটো পথ, বিস্তৃত আম্র-কানন, শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত বারবার রূপের মাঝে অরূপ দর্শনের আস্বাদ এনে দেয়—আকুল হয়ে ওঠে সমস্ত অন্তর তাকে ছবিতে রূপ দিতে। অন্যের চোখে 'অকাজের কাজ যতো, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' নিয়েই চলে তাঁর কারবার। পিতার চোখ এড়ালো না যে ছেলের পড়া-শোনায় মন নেই। সাব-রেজিষ্ট্রার পিতার আন্তরিক ইচ্ছে, কোনভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা পাস করলেই সাব-রেজিষ্ট্রারের কাজে ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু.....। এমনি সময়ে নিমতিতার গুণগ্রাহী ও বদান্য জমিদার শ্রীমহেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী এগিয়ে এলেন ক্ষুব্ধ ও

—৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্ষিতীন্দ্রনাথ স্মরণে (২য় পৃষ্ঠার পর)

হতাশ পিতার কাছে অভিনব এক প্রস্তাব নিয়ে। তাঁরই পরামর্শে এবং আগ্রহে ক্ষিতীন্দ্রনাথকে ভর্তি করা হ'লো কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে। একটি মূল্যবান জীবনের নব সম্ভাবনার নবদিগন্ত উন্মোচিত হলো। ভারতীয় চিত্রাঙ্কন ও ললিতকলার জগতে এক স্বর্ণোজ্জ্বল এবং গরিমাময় এক নূতন অধ্যায় সংযোজনার প্রয়োজনে বিধাতা-প্রেরিত পুরুষরূপে ক্ষিতীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে রইলেন মহেন্দ্রনারায়ণ। মহেন্দ্রনারায়ণের প্রতি ক্ষিতীন্দ্রনাথ কতোখানি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯৫৪ সালে মহেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরাধানাথ চৌধুরীর কাছে লেখা ক্ষিতীন্দ্রনাথের একখানা চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন, 'ভগবান যদি কোন সুনাম আমায় দিয়ে থাকেন তাহা কেবল মহেন্দ্রদাদার জন্যই; কারণ তিনি যদি আমার পিতাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ না করিতেন—তাহা হইলে Art school এ যাওয়া কখনই হইত না' (তাং ১-১১-১৯৫৪)।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ যখন কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন তখন সেখানকার প্রধান ছিলেন পারসি ব্রাউন। এক বছর পর অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ চেষ্টায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান পেইণ্টিং ক্লাসে যোগদানের অনুমতি পান। তিন চার বছর ধরে অনেক ছবি আঁকলেন, কিন্তু কোন প্রদর্শনীতে সেগুলো দেখান হয়নি। চোখে স্বপ্নের কাজল-নম্র লাজুক ছেলেটিকে আর দশজনের মধ্যে থেকে পৃথক বলে চিনে নিলেন অবনীন্দ্রনাথ। গুরুর ভালোবাসা আর প্রেরণার দীপ্তিতে তরুণ শিল্পীর অন্তর হ'লো উদ্ভাসিত—সৃষ্টির ফসল উঠলো উচ্ছলিত হ'য়ে। এই তরুণ শিষ্যের কীর্তনগানের কথা একদিন কাকা রবীন্দ্রনাথকে জানালেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কীর্তন শুনবেন, ঠাকুরবাড়ীতে ডাক পড়লো ক্ষিতীন্দ্রনাথের। বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলী, মধ্যস্থলে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—ভাবতন্ময় সুরেলা কণ্ঠে পদাবলীর গান এক নব উন্মাদনাময় সুরলোকে উত্তীর্ণ করলো সকলকে; মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও আশীর্বাদে অভিসিঞ্চিত হ'লো। ক্ষিতীন্দ্রনাথের অন্তর। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিলো নিবিড়—তাঁর শিল্প প্রেরণার মূলেও ছিলো বাংলাসাহিত্যের 'কৌস্তুভ মণি স্বরূপ' এই বৈষ্ণব গীতিকাবলী। বৈষ্ণব কবিগণের অপরূপ ভাবোন্মাদনা কখনও ক্ষিতীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কীর্তন হ'য়ে, কখনও তাঁর তুলিকায় শিল্প সৃষ্টিরূপে রূপের রাজ্যে ধরা দিত। এ ক্ষিতীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দিক। শিল্প সাধনা তাঁর কাছে ছিলো দেবার্চনার মতো—ভাবসমাহিত ক্ষিতীন্দ্রনাথকে মনে হ'তো রং-তুলি-ক্যানভাসের সামনে দেবপূজায় মগ্ন এক ভক্তপ্রাণ। বাড়ীতে নিত্য দেবসেবা, নিজেই প্রতিদিন তাঁর আরাধ্য গোপাল এর চরণে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন; ভাবের গঙ্গা নেমে আসে দুই গণ্ড বেয়ে—এই দুই মূর্তিই ক্ষিতীন্দ্রনাথের।

১৯১১ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের এক প্রদর্শনীতে প্রথম তাঁর সাতখানা ছবি দেখানোর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে তৎকালীন ভারতের বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং তাঁর পত্নী ক্ষিতীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মে আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ং আগ্রহী হ'য়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথের একখানি ছবি ক্রয় করেন। পর বৎসরও ক্ষিতীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সৃষ্টি শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা ছবিখানা ক্রয় করেন লেড হার্ডিঞ্জ। লর্ড রোনাল্ডসে ৫ বছর বাংলার গভর্ণর ছিলেন—তিনি অন্ততঃ কুড়ি বাইশখানা ছবি কেনেন এই তরুণশিল্পীর। তিনিই শ্রীচৈতন্য এবং রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ছবির প্রাধান্য দেখে শিল্পীকে Vaisnab Artist এই নব আখ্যায় চিহ্নিত করেন। লর্ড ও লেডি হার্ডিঞ্জ সম্পর্কে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। এঁরা শুধুমাত্র শিল্পীর শিল্পকৃতির প্রথম ক্রেতাই নন—খ্যাতির পাদপ্রদীপের আলোয় 'ক্ষিতীন্দ্রনাথ' এই নামটিকে প্রথম তুলে ধরেন তাঁরাই। এই ইংরাজ দম্পতিই এনে দিলেন শিল্পীকে জীবনের প্রথম সম্মান ও সাম্মানিক। আর্ট স্কুলে থাকাকালে বিলেতের রয়্যাল আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ রদেনষ্টাইন কলকাতা এসে ৫।৬ দিনে ক্ষিতীন্দ্রনাথের ৫।৬ খানা স্কেচ নেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে শিল্পীর 'শ্রীরাধার অভিসার' ছবিখানি ক্রয় করেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের শিল্পী জীবনে এ এক চিরবরেণ্য প্রাপ্তি!

আর্ট স্কুলের ছাত্র বা শিক্ষার্থী জীবন শেষ হলো। সম্ভবতঃ ১৯১৯ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট স্কুলে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন এবং নন্দলাল বসু চলে গেলে সেখানে প্রধান শিক্ষকের পদে বৃত হন। এখানে থাকাকালীন সোসাইটির কাজের সঙ্গে চলতে লাগলো নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে কীর্তন শেখার অনুশীলন। সুদীর্ঘকাল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থেকে ১৯৪২ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন।

শিল্পাচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছবি ছড়িয়ে আছে দেশেবিদেশে,—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু শিল্পী ও সমালোচকের অকুণ্ঠ এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসার অর্ঘ নিবেদিত হ'য়েছে শিল্পীর উদ্দেশ্যে। নেপালের রাজপরিবার, কলকাতা যাদুঘর, আশুতোষ মিউজিয়ম, লাহোর যাদুশালা, এলাহাবাদ যাদুঘর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে শিল্পী-অংকিত ছবির সংগ্রহ শিল্পীকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে কালের কুটিল পদক্ষেপকে অগ্রাহ্য ক'রে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবির সংখ্যা সর্বাধিক। কয়েক বছর আগে ললিতকলা একাডেমির প্রচেষ্টায় শিল্পীর বিখ্যাত কয়েকটি ছবির যে সংকলন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে তা দেশ ও জাতির মহাসম্পদ!

চাকরীকালে ছুটির অবকাশে এবং অবসর নেওয়ার পর স্থায়ীভাবে এলাহাবাদে থাকাকালীন মাঝে মাঝেই জন্মভূমির অমোঘ আকর্ষণে গ্রামে আসতেন। গ্রামের পথে পথে ঘুরতেন নগ্নপদে, যেন তীর্থ পরিক্রমা, ভারত বিখ্যাত শিল্পীর নিরভিমান সেই রূপ আজও আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। গ্রামের গোয়ালা, নাপিত, চাঁই প্রভৃতি সকলকে নিয়ে মেতে উঠতেন কীর্তন গানে। কখনও নিজগৃহে, কখনও গুরুপাট জগতাই ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে বসতো কীর্তনের আসর। বৈশাখ মাসব্যাপী সান্ধ্যকালীন নগর সংকীর্তনের মূল গায়ক ও সংগঠকও ছিলেন তিনি। ভক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের এ আর এক বিশিষ্ট দিক।

শেষ জীবনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য পেনসনের কটি টাকা সম্বল ক'রে সংসারভার নির্বাহে এই মহান্ শিল্পীকে অর্থ-সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছে কিন্তু চিরপ্রশান্ত সদাহাস্যময় ক্ষিতীন্দ্রনাথকে কখনও ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন (Commercial) হ'তে দেখা যায়নি। উপন্যাসের প্রচ্ছদপট এঁকে দেওয়ার জন্য বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে আসতো, দেখাতো অর্থের প্রলোভন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিলো সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট—'শিল্পের সাধক আমি, ব্যবসায়ী নই, আমার তুলি জাত দেয় না।' সম্প্রতি শিল্পীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরথীন মজুমদারের চেষ্টায় এবং কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকার কড়া মন্তব্যে জাতীয় সরকারের নিদ্রাভঙ্গ ঘটে। তাঁর জন্য মাসিক সরকারী ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বহু বিলম্বে হলেও এর দ্বারা জাতীয় সরকার কর্তৃক একটি কর্তব্য পালিত হয়েছে। সরকারী আনুকূল্যে 'পদ্মের' ছড়াছড়ি দেখি ফি-বছর, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে ক্ষিতীন্দ্রনাথের নামটি তাঁর জীবদ্দশাতে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ কোন তালিকায় স্থান পেলো না। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পীকে সম্মানিত করেছেন, এতে আমরা আনন্দিত!

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ইথার তরঙ্গে প্রচারিত হলো ক্ষিতীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের সংবাদ। মর্ত্যের মানুষ আমাদের চিত্ত হাহাকার ক'রে উঠলো একটি মহত্তম জীবনকে হারানোর দুঃখে।

তবু জানি মানুষ ক্ষিতীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে না থাকলেও শিল্পসাধক ক্ষিতীন্দ্রনাথ মৃত্যুহীন। তাঁর পশ্চাতে যে শিল্পসৃষ্টির সোনার ফসল রেখে গেলেন-তিনি—তাই তাঁকে অমর করবে কালজয়ী মৃত্যুকে পরাভূত করে। সেখানে তিনি বাধা-বন্ধন-বিচ্ছেদ-তুচ্ছতার পরপারে অমৃতলোকের এক ধ্রুবতারা—সদাপ্রোজ্জ্বল, চিরঅনির্বাণ।

—জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

পুকুর বিক্রয়

থানা সুতি মৌজা ডাহিনা—৯৭৯, ৯৭৮ দাগের মোট—৪-২৬ শতকের একটি পুকুর বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়, কাঞ্চনতলা বড়তরফ, পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

রেল ষ্টেশনে ডাকাতি, সরকারী অর্থ লুণ্ঠিত

সাগরদীঘি, ২২ মারচ—রেলগাড়ির পর এবার ডাকাতদের লক্ষ্যস্থল রেল ষ্টেশন এবং রেল কোয়ারটার। প্রকাশ, ১৭ মারচ রাত্রে সে ধরনের একদল ডাকাত মহিপাল রোড ষ্টেশনে অতর্কিতে হানা দিয়ে দু'দিনের টিকিট বিক্রীর ২২০ টাকা, ষ্টেশন মাষ্টারের কিছু নগদ টাকা এবং রেল কোয়ারটারে হানা দিয়ে সর্বস্ব লুঠ করে বোমা ফাটাতে ফাটাতে চম্পট দেয়।

রোধ অসম্ভব (১ম পৃষ্ঠার পর)

এই যা।' এই প্রশ্নোত্তর আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে সাগরদীঘি থানার মেজ দারোগা নীহার মজুমদারের। গতকাল তিনি আমাদের প্রতিনিধির প্রশ্নবাণে বেশ ঝেড়ে কেশেছেন। তিনি পুলিশী অক্ষমতার কথা একেবারে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। যা এর আগে কোন দারোগা বুক ঠুকে বলতে পারেননি।

কিন্তু দারোগার এই অসংলগ্ন সংলাপে গ্রামের মানুষ আশ্বস্ত হতে পারবে কি? পুলিশ অক্ষম হলে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? গেল পনেরদিনে জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, খুন-খারাপি ইত্যাদির ঘটনা এত দ্রুত বেড়ে গিয়েছে যে তার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও দ্রুত অবনতি ঘটেছে। এই সব সমাজবিরোধী কার্যকলাপের মোকাবেলায় পুলিশ যার পর নাই ব্যর্থ হয়েছে।

বসে আছে ফরাক্কা (১ম পৃষ্ঠার পর)

কমেছে অস্বাভাবিক। ফীডার ক্যানালের মুখ খুললেই জলের যোগান দিতে মূল গঙ্গায় জল কমবে আরো। ফল 'আঁখো দেখা হাল' রিপোরট করা হবে। মূল নদী ফরাক্কাতে শীর্ণকায়া, চিনতে পারা যায় না যেন। এদিকে ব্যারাজের মূল পায়ার ভাটিতে তিনটি পায়ার পাটাতনের রক্ষাকারী পাথর দিয়ে তৈরী 'টো-ওয়াল' ধসে গিয়ে পায়াগুলি নাকি বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তড়িঘড়ি বোলডার নিক্ষেপ অপারেশন চলেছে। এ সম্পর্কে ফরাক্কায় কারিগরী উপদেষ্টা কমিটির এক সভা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রাজ্য সরকারের এবং সি পি সির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। জানা গেল, চিন্তার নাকি কোন কারণ নেই। কয়েকটি পায়ার আবার টো-ওয়ালের বালি সরেছে। গঙ্গার চর থেকে বালি এনে মেরামত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

দুঃসাহসিক রাহাজানি

নিজস্ব সংবাদদাতা :, ১৪ মারচ রাত ৩টে নাগাদ ৩৪নং জাতীয় সড়ক হতে বংশবাটী যাবার রাস্তায় আবার বড় রকমের রাহাজানি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ দিন বংশবাটী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার, অঞ্চল পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী প্রমুখ ১৫।২০ জন উমরপুর মোড় হ'তে কলকাতার যাত্রাগান শুনে বাড়ী যাচ্ছিলেন। সড়ক হ'তে নেমেই কিছুদূর গিয়ে তাঁরা দেখেন যে, লাঠি হাতে একদল লোক নজিরপুরের দিক হ'তে সারিবদ্ধভাবে চলে আসছে। তারা কে, কোথায় যাবে এই কথা কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতেই দুর্বৃত্তেরা এঁদের ঘিরে ফেলে, দু'একজনকে লাঠির আঘাত করে, তাঁদের টর্চ ও গায়ের চাদর কেড়ে নেয়। কয়েক-জনের সামান্য কিছু টাকা ও ১টা আংটী খোয়া যায়। আক্রান্তেরা বিভিন্ন দিকে ছুটে পালিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেন। নজিরপুর গ্রামে তখনই তাঁরা সংবাদ দেন কিন্তু বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

এই রাস্তায় প্রায়ই এই রকমের ছোট বড় ছিনতাই হচ্ছে। এই ঘটনার ৪।৫ দিন আগে স্থানীয় হিলোড়া হাসপাতালের খাদ্য সরবরাহকারী ঝেটুন সরকারের নিকট হ'তে কিছু টাকা ও ওখানকার ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর মেরামত করা হাতঘড়ি দুর্বৃত্তরা কেড়ে নিয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে গত বৈশাখ মাসে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানের রান্নাদির সমস্ত বাসনপত্র ঐ একই স্থানে খোয়া যায়। আজ পর্যন্ত কোনও ঘটনার কোন কিনারাই পুলিশ করতে না পারায় অযথা দুর্ধর্ষ লোকের কোপে পড়ার ভয়ে আর হতাশার মনোভাবে এত বড় ব্যাপারে পুলিশকে সংবাদ দিতে কেউ ইচ্ছা করেননি।

রঘুনাথগঞ্জ উঃ মাঃ বিদ্যালয়ে যাঁরা সাহায্য দিয়েছেন

যাঁরা ২৲ টাকা দিয়েছেন : হরেকৃষ্ণ হালদার, উৎপল রায়, অসিত মণ্ডল, পুনমকুমার সাহা, বামকালীপ্রসাদ সাহা, সুজয় সরকার, প্রদীপকুমার প্রসাদ, সন্তোষকুমার বারই, স্বপন সরকার, বিধানচন্দ্র ধর, সুখেন্দু ঘোষ, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, মদনলাল সাহা, সুদীপকুমার চন্দ্র, সুমিত রায়, গৌতম গাঙ্গুলী, অশোককুমার পাল, পরেশনাথ সেন, উজ্জ্বল রায়, গৌতম সরকার, পূষণাংশু চক্রবর্ত্তী, অরুণাভ বাউরা, বাসুদেব ঘোষ, আশিস চ্যাটার্জি, শ্যামল মণ্ডল। ক্রমশঃ

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া
বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্
ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ২৬

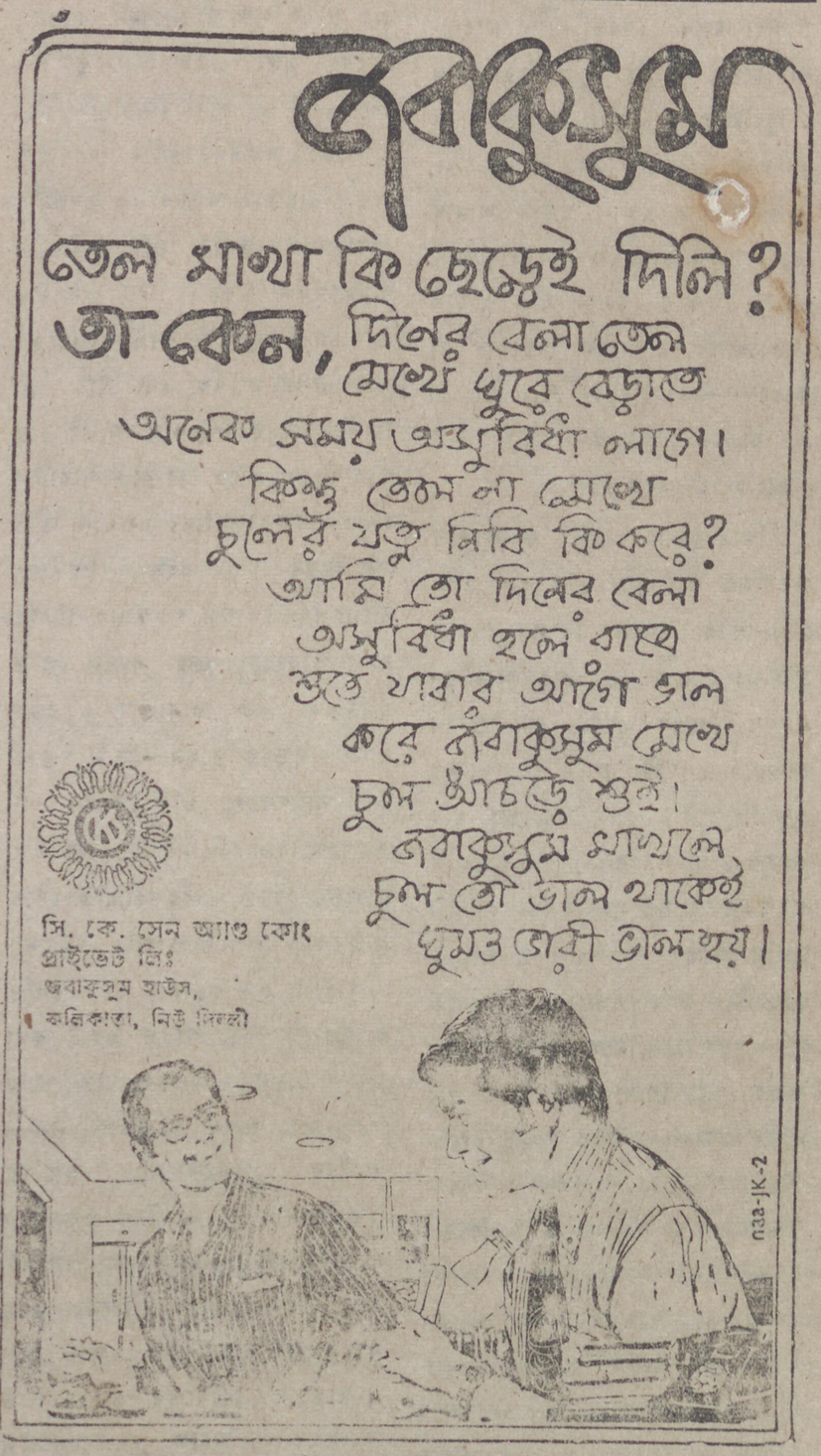

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭
—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—
★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি
বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ
পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)